১৯-০৭-১৭ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি 'বাপদাদা' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন তোমাদের সমগোত্রীয়দের উদ্ধার করতে হবে, বাবা, মায়েদের উপরই এই জ্ঞানের কলস রেখেছেন তাই মায়েদের অনেক দায়িত্ব ।"

প্রশ্ন :- তোমরা মায়েরা কোন্ বিশেষ কর্তব্যের নিমিত্তে আছ ? তোমাদের ওপর কোন্ দায়িত্ব আছে ?

উত্তর :- তোমরা এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া আর নরককে স্বর্গ বানানোর নিমিত্ত । বাবা তোমাদের ওপরই জ্ঞানের এই কলস রেখেছেন তাই সকলকে সদ্গতি দেওয়ার দায়িত্বও তোমাদেরই ওপর । তোমরাই হলে শিব শক্তি সেনা । তোমাদের এখন তোমাদের সমগোত্রীয়দের কল্যাণ করতে হবে । সকলকে পতিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হবে । বারবণিতাদেরও উদ্ধার করতে হবে ।

গীত :- রাতের পথিক, ভয় পেও না, নব অরুণোদয়ে আর বেশী দেরী নেই.....

ওম শান্তি । বাচ্চারা এই গানের লাইন শুনেছে । এখন সেই বতন অর্থাত্ সুখধামের দিকে চলো । এই সুখধামের স্থাপনার উদ্দেশ্যে মায়েদেরই রাখা হয়েছে । জ্ঞান অমৃতের কলসও মায়েদের ওপরই রাখা হয়েছে । যেমন উদ্বোধনী উৎসব বা কোনো কিছু স্থাপনার উৎসব করা হয় । তাই পরমপিতা পরমাত্মা এই বৈকুন্ঠের উদ্বোধন মায়েদের দ্বারাই করান । এই কলস মায়েদের ওপরই রাখেন । তাই এখন বাচ্চাদের সাবধান হতে হবে । তোমরা তো শক্তির দল । বাবা বাচ্চাদেরই দায়িত্ব দেন । এমনও নয় যে বাবা গুরুদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন সকলকে সদ্গতি করানোর । এখন তোমরা জেনে গেছো যে সদ্গতি করানো এই মায়েদেরই কাজ । জ্ঞানের দ্বারাই এই সদ্গতি হয় । আর এই জ্ঞানের কলস মায়েরাই পেয়েছে । প্রথম - প্রথম দেখানো হতো - কলস রাখা হয়েছে জগদম্বার ওপর । শাস্ত্রে তো লক্ষ্মীর নাম লিখে দিয়েছে । এখানেই তফাত হয়ে গেছে । আসলে কলস রাখা হয়েছে মায়েদের ওপর । কালীর ওপরও কলস রাখা হয়েছে । কালীর তো অনেক মহিমা আছে । ছবি তো অনেক বানিয়েছে । তাই এখন এই কলস মায়েদের ওপরই কারণ তোমাদের সমগোত্রীয় মায়েদের খুবই খারাপ অবস্থা । তোমাদেরই শিব শক্তি বলা হয় । তোমরা হলে গুপ্ত সেনা । তোমাদের বুদ্ধিতে উৎসাহ থাকা দরকার । তোমরা তোমাদের স্বরাজ্য স্থাপন করছো । বন্দে মাতরম্ও গাওয়া হয়েছে । ভারতের নামেরই গায়ন হয় । বলা হয় ভারত মাতার জয় অর্থাত্ ভারতের মাতাদেরই জয় । যে মায়েরা বিশ্বকে স্বর্গ বানায়, সেই মায়েদেরই জয় জয়াকার । মানুষ ভুল করে ভারত মাতা বলে দেয় । বাবা মায়েদের নামই উজ্জ্বল করেন । স্বর্গের উদ্বোধনী উৎসবও করান । তোমরা বলো, শিববাবা আমরা অর্থাত্ এই মায়েদের দ্বারাই বিশ্বকে স্বর্গ বানান । ভীষ্ম পিতামহ আদিকে তোমরাই জ্ঞান তীর বিদ্ধ করেছিলে । তাই বাবা বলেন জ্ঞানের বাণ নিক্ষেপ করতে ভয় পেয়ো না । তোমাদের পড়তেও হবে আবার পড়াতেও হবে । তোমরা সেনারাই নিমিত্ত হয়েছো । তোমরা তো মাস্টার নলেজফুল, তাই না ? মানুষ সরস্বতীর হাতে সেতার দিয়েছে কেননা তিনি হলেন সবথেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন । দুনিয়া তো এই কথা জানে না । তোমরা জানো যে এখন আমরা কালোর থেকে গোরায় পরিণত হচ্ছি । দুনিয়ার মানুষ কালীর কাছে যায় । তারা তো মা ...মা বলে এমন কাঁদতে থাকে যে সে কথা জিজ্ঞেস করো না । কিন্তু তাতে তো কিছুই হয় না । কলকাতার কালীর অনেক মহিমা । এখন এই ব্রহ্মা তো মা নন, তাই এই জ্ঞানের কলস মায়েরাই প্রাপ্ত করে । তোমরা সেই মায়ের সমগোত্রীয় সেনা । তোমরা

বলো যে, বাবা , আমি যেমনই হই, তোমার । বাবাও বলেন, তোমরা যেমনই হও, আমার, কিন্তু আমার শ্রীমতে চলতে হবে । সবাই তো সজনী । সবাই বলবে, আমরা ঈশ্বরের । এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে, সকলেই শিব বাবার সন্তান । এই কথা সিদ্ধ করতে হবে । সবার প্রথমে শিবের মহিমা, তিনিই হলেন উঁচুর থেকে উঁচু, তাঁকেই ভগবান বলবে । শিব বাবাই আশীর্বাদী বর্সা দেন । তিনি হলেন নিরাকার এবং সমস্ত আত্মাদের পিতা । তাহলে বাচ্চারা তোমাদের এখন তোমাদের সমপর্যায়ের মানুষকে উদ্ধার করতে হবে । মায়েদের ওপরই সমস্ত দায়িত্ব । বন্দে মাতরম্ বাবাও বলে থাকেন, শিব হলেন তোমাদের সন্তান তাই বন্দে মাতরম্ তো বলতেই হবে । তিনিও তোমাদের সম্মান দেন, তোমরাও তাঁকে সম্মান দাও । এ হলো আশ্চর্য । এও এই নাটকে নিহিত আছে । তোমরা জানো যে শিববাবা সাক্ষাতকারও করান । ঘরে বসেই তোমাদের সমস্ত মুকুটধারীদের সাক্ষাতকার হয় । মুকুট তো সকলেরই আছে । এ এক ট্রেডমার্ক রাখা হয়েছে । কৃষ্ণকে কত বড় মুকুট দিয়ে দিয়েছে । না হলে এত বড় মুকুট কেউ পড়ে না । বাবা বসে মায়েদের প্রকৃত লক্ষ্যের সাক্ষাত্কার করান । তুমি রাজপুত্রের মা হবে । কৃষ্ণের মা তো সবাই হবে না । রাজপুত্র রাজকন্যা তো অনেকই আছে । রাজপুত্রের মা অর্থাত্ মহারাজা বা মহারানী হবে । তোমাদের এই এইম অবজেক্ট কতো বড় । তোমাদের কোলে রাজপুত্র থাকবে ।

বাচ্চারা তোমাদের ওপর অনেক দায়িত্ব । তোমাদের সংগঠন বড় হওয়া উচিত । স্মারকনামা বানানো চাই । আমরা হলাম শিব শক্তি ভারত মাতা । আমরা শ্রীমতে চলে ভারতকে আগের কল্পেও স্বর্গ বানিয়েছিলাম । মায়েদের খুব সতর্ক থাকতে হবে । আজকাল তোমাদের সমগোত্রীয় মেয়েদের ওপর অনেক অত্যাচার হয় বিকার বিষের কারণে । তাই তাদের সাহায্য করার জন্য তোমাদের আওয়াজ তোলা উচিত । গভর্নমেন্টকে বলতে হবে .....আমরা কল্প কল্প ভারতকে পবিত্রতার শক্তিতে স্বর্গ বানাই, এই কাজে এরা বিঘ্ন করে । আমরা পবিত্র থাকতে চাই । কিছু পুরুষ বলে যে বরাবর পবিত্রতা খুবই ভালো । মানুষ ওষুধ ইত্যাদির সাহায্যে সন্তানের জন্ম বন্ধ করে কিন্তু এতে কিছুই হয় না । বাবা বোঝান পবিত্র হও । মায়েদের সঙ্গে সাহায্যকারী গোপ ভাইয়েরাও আছে । বাচ্চাদের সাবধান থাকতে হবে । তোমাদের চমক দেখানো চাই । গভর্নমেন্টকে বলা উচিত যে, ভগবান বাবা আমাদের বলেন পবিত্র হও । সকলেই তো শিব বাবার সন্তান তাই সকলেই ভাই - ভাই । এরপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হওয়াতে ভাই - বোন হলে । এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে । শিব বাবার সন্তান, প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা ভাই বোন, তাই এই বিষের লেন দেন করা উচিত নয় । এ হলো যুক্তি । আগের কল্পেও বাবা এইভাবেই পবিত্র বানিয়েছিলেন। আমরা মায়া রাবণের উপর জয়লাভ করি । এই রাবণই হলো ভারতের বড় শত্রু । এই রাবণের কাছেই তোমরা হেরে বসে আছো । রাম (বাবা) এসেই রাবণের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করান । কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছু জনের তাদের স্বামীর প্রতি এমন মোহ আছে যা বলার নয় । এখন তোমরা মায়েরাই এই কলস পাও । তোমাদের বোঝাতে হবে যে আমরাই স্বর্গের দ্বার খুলি । দুনিয়ার মানুষ লক্ষ্মীর হাতে কলস দেখিয়েছে । কিন্তু লক্ষ্মী তো এমনিতেই পবিত্র । তিনি জ্ঞানের কলস রেখে কি করবেন । জ্ঞানের কলস থাকে জগদম্বার কাছে । এখন পরমপিতা পরমাত্মা নির্দেশ জারি করেছেন যে কাম মহাশত্রু, যে এর ওপর জয়লাভ করতে পারবে সেই শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে স্বর্গের মালিক হতে পারবে ।
বাচ্চারা তোমাদের নিজেদের মধ্যে খুবই ভালোবাসা থাকা দরকার । ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা যেন একত্রিত সেনা মনে হয় । কেউ কেউ তো জানেই না যে কে কোথাকার । সব সেন্টারের বাচ্চাদের তো আর ডাকা যায় না । মায়েদের অনেক বন্ধন থাকে, তাদের বাচ্চাদেরও সামলাতে হয় । নাহলে

পুরুষ মানুষ রিপোর্ট করে দেয় । এমনিতে পুরুষ মানুষ কাজে বেরিয়ে গেলে ঘরের কাজ কে সামলায় ? তোমাদের দেখাতে হবে যে .....দুনিয়ায় তো হটযোগ শেখায়, আমরা রাজযোগ শেখাই তাই আমাদের পাপ থেকে উদ্ধারকারী দলের তকমা পাওয়া উচিত । বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা বারবণিতাদেরও বোঝাও, তোমরা এই খারাপ কাজ এখন বন্ধ করো । তোমরা স্বর্গের দ্বার হও । তোমরা যদি এই কাজ করে দেখাও তাহলে তোমাদের নাম উজ্জ্বল হবে । ওদেরও তো কল্যাণ করতে হবে । এই সঙ্গম যুগ হলো কল্যাণকারী তাই এই পবিত্রতা রক্ষার জন্য তোমাদের উচ্চস্বরে বা জোর গলায় তাদের বোঝাতে হবে । এই বারবণিতাদের ওপর দয়া করতে হবে । গভর্নমেন্টও এখন তাদের কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে দেয় । তোমরা এমনভাবে বোঝাও যাতে মানুষ খবরের কাগজেও পড়ে যে ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা বারবণিতাদেরও এই জ্ঞান দিয়ে তাদের খারাপ কাজ বন্ধ করিয়ে দিচ্ছে কেননা কাম হলো মহাশত্রু, এতে তোমরা পতিত এবং নোংরা হয়ে যাও । এই দুনিয়াও হলো ব্যভিচারী । বাবা এসেই মায়েদের উন্নতি করান । গোপ ভাইদের কাজই হলো সাহায্যকারী হওয়া । যারা পরিশ্রম করবে তারাই উঁচু পদ পাবে । তোমাদের সমগোত্রীয় মায়েদের ওপর তোমাদেরই দয়া করা উচিত কারণ এই দুনিয়া এখন বেশ্যালয় তুল্য । বাবা এসেই এই দুনিয়াকে শিবালয় বানান । বাস্তবে এ হলো জ্ঞানের কথা । বাবা এই মানুষের শরীরে এসেই তোমাদের জ্ঞানের কথা শোনান । তোমরা জানো যে আমরা এখন কবরস্থানী থেকে পরীস্থানী দুনিয়ার হতে চলেছি । এ হলো জ্ঞানের মানস সরোবর । এই জ্ঞানেই তোমাদের স্নান করতে হবে, বাকি এখানে জলে স্নান করার কোনো বিষয় নেই । মানুষ তীর্থে যায়, অনেক পরিশ্রম করে । তীর্থে পায়ে হেঁটে যাওয়া বা অন্য জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া, এতে অনেক পরিশ্রম হয় । এখন তোমরা বুঝে গেছো যে বাবা এই মনুষ্য শরীরে বসে তোমাদের জ্ঞান স্নান করান । বাকি পরীদের কোনো কথাই নেই । বাবাই তোমাদের জ্ঞান পরী বানান । ধারণ করার জন্য কতো ভালো ভালো কথা আছে । বাচ্চারা যদি শক্তভাবে এই পথে দাঁড়াতে পারে তাহলে অনেক কাজ করতে পারবে । মায়েরা তোমাদেরই তো সেই দুনিয়ায় যেতে হবে । বলো, যেখানে এই বারবনিতারা আছে, তাদের সংগঠন বানাও । বড় - বড় মানুষদের বুঝিয়ে বলো । তবে এমন নয় যে বাইরে বলতে থাকলে আমাদের তো এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই কিন্তু অন্দরে অন্য কেউ টানতে থাকলো । এমনভাবেও কোনো কাজ হবে না । বাবার প্রকৃত বাচ্চা হতে হবে । সেই খুশীর চেহারা কোথায় ? আরে, বেহদের বাবার সঙ্গে যখন মিলিত হতে যাচ্ছ তখন খুশীর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে যাওয়া উচিত । আমরা তো গিয়ে বাবার গলার হার হবো । পরিশ্রান্ত হয়ে যেও না । তোমাদের এই স্মরণ অনেক লম্বা দৌড় । জগতে হলো শরীরের দৌড় । এ হলো তোমাদের রুহানি দৌড় । তোমাদের চেহারায় খুশী ছড়িয়ে যাওয়া উচিত । কোনো স্ত্রীর স্বামী যদি হারিয়ে যায় তারপর তাকে যদি আবার পাওয়া যায় তখন তার স্ত্রী পাগলের মতো ছুটে তার সাথে মিলিত হতে যায় । আর এ হলো বেহদের পতির পতি । তাঁকে ভয় কি ? যাঁর থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায়, তাঁর কাছে তো দৌড়ে এসে মিলিত হওয়া উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার প্রকৃত সন্তান হতে হবে । ভিতরে এক আর বাইরে আরেক এমন যেন না হয় । স্মরণের এই রুহানি দৌড়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে । খুশীর মেজাজে থাকতে হবে ।

২) নিজেদের মধ্যে খুবই স্নেহের সঙ্গে থাকতে হবে । শিব শক্তি সেনার সংগঠন তৈরী করে নিজেদের সমগোত্রীয়দের উদ্ধার করতে হবে । নিজে পবিত্র হওয়া আর অন্যকে পবিত্র করার যুক্তি রচনা করতে হবে ।

বরদান :- সর্বশক্তিকে সময়মত নির্দেশ করে কাজে লাগিয়ে মাস্টার সর্ব শক্তিমান হও ।

মাস্টার কথার অর্থ হলো, যে শক্তিকে যেই সময় আহ্বান করো, সেই শক্তির অনুভব যেন প্রত্যক্ষ ভাবে হয় । যে সময় যেই শক্তি আবশ্যক সেই সময় সেই শক্তি যেন সহযোগী হয় । শক্তিকে অর্ডার করলে আর তা যেন সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয় । এমন নয় যে অর্ডার করলে সহন শক্তিকে আর হাজির হলো মোকাবিলা করবার শক্তি । এমন যদি হয় তাহলে মাস্টার সর্ব শক্তিমান বলা যাবে না । যেমন শরীরের শক্তি অর্ডারে আছে তেমনই সূক্ষ্ম শক্তিও যেন নির্দেশ মেনেই কার্য করে, এক সেকেন্ডের তফাতও যেন না হয় ।

স্লোগান :- প্রসন্নতার আধার হলো সন্তুষ্টতার শক্তি ।